## স্পেশাল করসপনডেন্ট বা বিশেষ সংবাদদাতা

বিশেষ সংবাদদাতা হলেন অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার। স্পেশাল করসপনডেন্ট বা বিশেষ সংবাদদাতা স্পেশালিষ্ট হিসাবেই পরিচিত এবং সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও বিশেষ বিশেষ খবরই তারা করেন। তাঁর খবরে অবশ্যই থাকে সেই মুন্সীয়ানা বা 'স্পেশাল টাচ' যাকে আমরা বিশেষত্বের ছোঁয়া বলি। যিনি যত বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিশেষ প্রতিবেদক তাঁর খবরের বিশেষত্ব বা স্পেশালিটি ততটাই বেশি। শুধু বিশেষত্বই নয় সেই খবরও হবে বিশেষভাবে সংগৃহীত। যে খবর থেকে পাঠক শুধু নতুন নতুন তথ্য পাবে তাই নয় অন্যরকম নানা চিন্তাভাবনার খোরাকও পাবে। সেইজন্যই বিশেষ সংবাদদাতাদের কদর এতবেশি স্বীকৃত আজকের এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ সংবাদ দুনিয়ায়। কারণ আজ প্রতিটি কাগজ বা সংবাদ মাধ্যমই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এক্সক্লুসিভ খবর চায়। চায় নানা জটিল বিষয়ের উপর নানা প্যাকেজিং এর জন্য প্রচুর লিঙ্ক স্টোরি। বিভিন্ন সূত্র থেকে যা সংগৃহীত হয়। আর সেইসব সূত্র থেকে খবর এনে প্রতিনিয়ত চমক দেন এই বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদকরাই। প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমেই তাই আজ এদের রমরমা ও প্রভাব ভীষণভাবে স্বীকৃত।

প্রশাসনিক নানারকম জটিলতা, কোন উচ্চ পর্যায়ের ঝগড়া বা কূটনৈতিক কথা চালাচালি, বিবৃতি, কাজকর্ম থেকেই বিশেষ সংবাদদাতারা খবরের রসদ বা মালমশলা সংগ্রহ করেন। যে কোন সাধারণ প্রতিবেদকদের চেয়ে তাঁর স্থান ও বিচরণ অনেক উচ্চস্তরে। কারণ তাঁর সংবাদ শিকারের পদ্ধতিও যেমন আলাদা তেমনি তাঁর সংবাদ সূত্রও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। জীবনের প্রতিটি স্তরেই ছুঁয়ে থাকে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং খবরের সোর্স। আর অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর সংবাদ চেতনাও হয় প্রখর থেকে প্রখরতর। এটা তাঁর অন্যতম গুন। তাই একজন বিশেষ সংবাদদাতার প্রাথমিক যে গুনগুলি থাকবেই তা হল নিম্নরূপ। যেমন —

প্রথমতঃ একজন বিশেষ সংবাদদাতার কন্ট্যাক্টস লেভেল হবে ভীষণ ভীষণই এক্সক্লুসিভ। তাঁর থাকা চাই বিপুল যোগাযোগ। সরকারি সূত্র, বিরোধীদের সূত্র, বিদেশি দূতাবাসগুলির সূত্র, পুলিস ও প্রশাসনিক উপর মহলেও তাঁর সংবাদের সোর্স ছড়ানো থাকে। এমনকি অন্যান্য অনেক প্রতিবেদকও হন তাঁর খবরের অন্যতম সোর্স। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব, আমলা এবং তাঁদের আপ্ত সহায়ক ও ব্যক্তিগত সচিবদের সঙ্গে থাকে তাঁর ভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ এবং গোপন খবর লেনদেনের সমঝোতা ও সম্পর্ক। সোর্সকে বাঁচিয়েই তিনি খবর সংগ্রহ করে নেন অননুকরণীয় স্টাইলে।

দ্বিতীয়তঃ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা এবং নিশ্চুপ ও নিরলসভাবে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে কূটনৈতিক কায়দায় কাজ হাসিল করার মত ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই।

তৃতীয়তঃ তাঁর থাকবে সাহসিকতা। শুনে বিশ্বাস করা নয় তাঁর থাকা দরকার যাচাই

করার মানসিকতা ও তীব্র বিশ্লেষনী ক্ষমতা। যা থেকে তিনি অনেক খতিয়ে ভাবতেও পারবেন এবং প্রবেশ করতে পারবেন সংবাদের অনেক গভীরে অর্থাৎ খবরের ভিতরের খবরও তুলে আনবেন তিনি এক অসামান্য দক্ষতায়।

চতুর্থতঃ তাঁকে গবেষণা ও হোমওয়ার্ক করতে হবে অবশ্যই। কারণ তিনি তথ্যের পাহাড় থেকে বিশেষজ্ঞের চোখ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে নেবেন। একমাত্র স্টাডিওয়ার্ক ও হোমওয়ার্ক তাঁকে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারবে।

পঞ্চমতঃ বর্ণময় জগত, বিভিন্ন প্রথা নিয়ম প্রোটোকল, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সেরকমই বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কাজ বের করে আনার মত মানসিকতাও তাঁর থাকা দরকার। এমনকি প্রচন্ড হতাশার মধ্যে কাজ করার মত মানসিক ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য তার থাকা দরকার। হতাশ হওয়া বিশেষ সংবাদদাতাদের অভিধানে নেই। 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর' খোঁজই তাঁরা করে চলেন অবিরত।

ষষ্ঠতঃ খবরের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা একজন বিশেষ সংবাদদাতার থাকা দরকার যথাযথ এবং ঠিকঠাক। অনেক কিছুই তাঁকে গেস করতে হয়, খুঁজে নিতে হয় বহু কিছুরই সম্ভাব্য পরিণাম। কিন্তু সেই তুল্যমূল্য বিচার যেন ভুলভাল না হয়, যেন পাঠককুল বিভ্রান্ত না হয় তা দেখতে হবে তাঁকেই। সেই কারণে কল্পনা প্রসূত, সম্ভাব্য বা অতিরঞ্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে এবং অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম বা জ্ঞান দেওয়ার মতো মানসিকতা থেকে তাঁকে দূরে থেকে যথার্থ বিশ্লেষণই করতে হয়।

বিশেষ সংবাদদাতারা খবরের লীড বা মুখ্য আলোড়নকারী অংশটির উপরই সবসময় নজর রাখেন। ঠিক যেখানে প্রতিবেদকদের কাজ শেষ হয় তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু হয় সেইখান থেকেই। খবরের ভিতরের খবরের খোঁজে সেইখান থেকেই শুরু হয় তাঁর যাবতীয় কর্মতৎপরতা। 'নিউজ বিহাইন্ড দ্য নিউজ' বা ইনার নিউজই তাঁর লক্ষ্যস্থল। সেই কারণে তাঁকে এমনভাবে সংবাদদের সোর্স ঠিক রাখতে হয় যাতে খবর আপনা থেকেই তাঁর কাছে এসে ধরা দেয়। সঠিক সোর্সের উপর নির্ভর করে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য ও খবর পেয়ে যান। না হলে খবরের খোঁজে দিশাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোই তাঁর সার হবে। তাঁর চাই বিশেষত্ব ও খবর তুলে আনার অপরিসীম দক্ষতা। সেই কারনেই খবরের জটিলতা তাঁকে বুঝতে হবে এবং তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করে বিচার বিশ্লেষণ করে তার যথার্থ কারণ খুঁজে সমাধানের পথ বেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। জটিলতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করে, কারচুপি বা প্রশাসনিক লুকোছাপা এবং গাফিলতির ক্ষেত্রগুলি চিনিয়ে দিয়ে তার সমালোচনা করে বিতর্কের খোরাক ও ইন্ধন যুগিয়ে দিতে হবে পাঠকদের। যাতে তারা এইসব বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, তর্ক বিতর্ক করেন, আলোচনা সমালোচনা করেন এবং বিষয়টি ইস্যু হয়ে ওঠে।

এইসব স্পেশালিটি বা বিশেষত্বের জন্যই আমাদের দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে

বিশেষ সংবাদদাতাদের কাজের সুযোগ, কদর, প্রভাব বা আধিপত্য এখন আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বহু সাহসী কাজের জন্যই আজ তাঁরা সম্মান ও স্বীকৃতি দুইই আদায় করে নিতে পারছেন। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে বিশেষ সংবাদদাতাদের কাজ সত্যিই ভীষণ পরিশ্রম ও ঝুঁকির কাজ। কারণ খবরের ভিতরের খবর বের করতে হলে পুলিস বা গোয়েন্দাদের মত তার অনুসন্ধান করতে হয়, ভীষণভাবে কাজে ইনভলভড হতে হয়, লেগে থাকতে হয়। তাই ধৈর্য্য রাখাটাও একটা বিরাট গুন। আসলে দৈনন্দিন খবর অনুসন্ধানের বহু চড়াই উৎরাই পেড়িয়ে এবং বহুবিধ অভিজ্ঞতার পরই একজন বিশেষ সংবাদদাতার নাম ও যশ জোটে। তার খবর চমকপ্রদ ও খোলতাই হয়। খবর শিকারের নানা কায়দাকানুন, মার প্যাঁচ, কূটনৈতিক বিষয়গুলি তাঁর অনেকবেশি রপ্ত হয়ে যায়। তখনই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ সংবাদদাতার কাজকর্মও গ্ল্যামারাস। তারকার মত জীবন তাঁদের। তাই বহু সাংবাদিকরাই বিশেষ সংবাদদাতা হবার স্বপ্ন লালন করেন মনের কোনে। কিন্তু বিপুল অভিজ্ঞ, চরম তৎপর, দক্ষ সাংবাদিকরাই বিশেষ সংবাদদাতার কাজের দায়িত্ব পান। হয়ে ওঠেন বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার।

বিশেষ সংবাদদাতাদের খবরের জন্য বার্তা সম্পাদকের নিত্য নৈমিত্তিক চাপ বা খবর না থাকার জন্য তীব্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয় না। ধীরে সুস্থে সারাদিন এমনকি সারা সপ্তাহ ধরে তিনি নিজস্ব ঢঙে সোর্স হান্ট করে গুছিয়ে খবর করতে পারেন এবং অনায়াসে তা করতে পারেন নিজস্ব পদ্ধতি ও স্টাইলেই। তবে একমাত্র বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় দৈনিক কাগজ এবং বড় সাময়িকীগুলিই একমাত্র পুরো সময়ের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক বিশেষ সংবাদদাতাদের রাখতে পারে। অপেক্ষাকৃত ছোট কাগজগুলি সিনিয়ার রিপোর্টারদের দিয়েই বিশেষ সংবাদদাতার কাজ করিয়ে নেয়। বিশেষ সংবাদদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন হলেন রাজনৈতিক বিশেষ সংবাদদাতারা। তাঁদের প্রভাব ও প্রাধান্য এবং মর্যাদাও তাই আলাদা। সেটা তাঁদের সম্পর্কের উপরও নির্ভর করে। যাঁর যোগাযোগ ক্ষমতা যত বেশি ততবেশি তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা। এদের এমন গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ও জননেতাদের সঙ্গে ফলে যে কোন কাজে এরা হয়ে ওঠেন কাগজের বা সংবাদ মাধ্যমের মুশকিল আসান। স্বীয়, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাবলে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন সম্পাদকের উপদেষ্টা স্বরূপ। ফলে তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদাও হয় আলাদা। কাগজ বা সংবাদ মাধ্যম তাঁর উপর নির্ভর করে তখন।

বিশেষ সংবাদদাতাদের কাজকর্মের ক্ষেত্র বিরাট। যেমন মন্ত্রিসভার কাজকর্ম, পুলিস, পুরসভা, শিল্পমহল, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, তথ্য প্রযুক্তি কারিগরী, পথ পরিবহন, পরিকল্পনা রূপায়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে এরা কাজ করেন স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী। কর্পোরেট দুনিয়ার খবরও এখন অনেক বেড়ে গেছে। দিনের দিন এদের কাজের ক্ষেত্র যেমন বাড়ছে তেমনিই পরিবর্তিত হচ্ছে কাজের ধরণ ও কৌশল। জনসংযোগ একাজের অন্যতম উপাদান। এটাই মুখ্য। পাঠকদের প্রয়োজন ও

কৌতূহল অনুযায়ী সমানেই বাড়ছে কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি। আরও বেশি স্পেশালিস্টদের প্রয়োজন হচ্ছে। কাগজগুলি যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রের খবর করায় বিশেষ সংবাদদাতাদের দিয়ে তেমনিই তাদের সোর্স বা কন্ট্যাক্ট লেভেলকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞাপনের আয়ও বাড়িয়ে নেয়। প্রকাশ করে বিশেষ পুল আউট বা অ্যাড সাপলিমেন্ট। আর কাগজের ব্যবসা বাড়লে প্রভাব আরও বাড়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষ সংবাদদাতার। তাঁদের খবরও যখন আলোড়ন ফেলে তখনও তার সুফল পায় কাগজ ও সংবাদ মাধ্যমে। নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।

**লবি করসপনডেন্ট বা লবি প্রতিবেদক**

রাজনৈতিক খবরের পাশাপাশি আজকাল সংসদ এবং বিধানসভার খবরও মাঝে মধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। জোট স্বরকারের পরিচালনায় শাসন ব্যবস্থা যত বাড়ছে ততই রাজ্যসভা, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভাগুলি খবরের আকর বা খনি হয়ে উঠছে। সরকারি দল ও বিরোধীপক্ষের নানা বাক বিতন্ডা, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সবই উঠে আসছে খবরের শিরোনাম বা হেডলাইন হিসাবে। তাই আজকের সাংবাদিকতায় সংসদ বা বিধানসভার খবরের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে এইসব খবর করার জন্য সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয়তাও। এই কাজই করেন লবি করসপনডেন্ট বা লবি প্রতিবেদকরা। লবি প্রতিবেদকদের কাজ হল কোন রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত রাজ্য বিধানসভার অভ্যন্তরে বা রাজধানী নয়াদিল্লিতে সংসদের দুটি কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভার অভ্যন্তরে। এইসব সংসদীয় বা আইনসভার খবর করার ক্ষেত্রে তাই লবি প্রতিবেদকদের ভূমিকা আজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও সম্পর্কের সুবাদে খবর সংগ্রহ করা, অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরের কোন ঘটনা জেনে নেওয়া বা তার প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে নেওয়া অথবা ঝটিতি কোন বিবৃতি বা তাৎক্ষনিক মন্তব্য বলিয়ে নেওয়া এবং কোন সাংবাদিক সম্মেলন থাকলে তা কভার করার ক্ষেত্রে লবি কাসপনডেন্টরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।

সংসদ অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির অধিবেশন কক্ষের বাইরের স্থানকেই বলা হয় লবি। অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে জনপ্রতিনিধিরা বেড়িয়ে এলে সেখানেই ঘুরে ঘুরে যে প্রতিবেদকরা খবর সংগ্রহ করেন তাদেরই বলে লবি রিপোর্টার বা লবি প্রতিবেদক। সংসদ বা রাজ্য বিধানসভায় সভা চলাকালীন কার্যবিবরনী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। লবি প্রতিবেদকরা এই সব আলোচিত নানা বিষয়ের উপর সরকার ও বিরোধীপক্ষের সাংসদ বা বিধায়কদের নানা বক্তব্য, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া যেমন জেনে নেন তেমনি সমকালীন রাজনীতি নিয়েও নানা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লবি প্রতিবেদকদের উপর তাই সংশ্লিষ্ট কাগজ বা সংবাদ মাধ্যম যথেষ্টই নির্ভর করে। ব্রিটেনের রীতি অনুসরণ করে আমাদের দেশেও বিভিন্ন কাগজ ও সংবাদ মাধ্যম লোকসভা,